যুগান্তর

তারিখ 03 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

বিদ্যা এখন পণ্য : চাই একমুখী বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষানীতি

শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনে বক্তারা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

বাংলাদেশের শিক্ষা আর কর্মক্ষেত্রের মাঝে অনেক ব্যবধান রয়েছে। এ ব্যবধান দূর করতে প্রয়োজন একমুখী বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষানীতি। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য চলছে। এখানে বিদ্যা পণ্য। শিক্ষা নিয়ে কর্পোটাইজেশন শুরু হয়েছে। বর্তমানে হাজার হাজার 'এ প্লাস' পায়। অথচ অতীতে এমন নজিরও আছে, যখন একজনও প্রথম বিভাগ পেত না। তখনকার শিক্ষা আর বর্তমান শিক্ষার মাঝে রয়েছে অনেক ফারাক। শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন। রোববার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে উন্নয়ন অন্বেষণ আয়োজিত 'শিক্ষা সংস্কার নীতি এখন কোন পর্যায়ে' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী সেমিনারের প্রথমদিনে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, ফরহাদ মজহার, অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, সৈয়দ সাজ্জাদ জহির প্রমুখ। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন উন্নয়ন অন্বেষণের চেয়ারম্যান রশিদ আল মাহমুদ তিতুমীর।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এ পর্যন্ত আটটি কমিশন ও

আর জ্ঞান অন্বেষণের জন্য শিক্ষার উন্মেষ। এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভ্যতায় শিক্ষাকে ধর্ম ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে।

তিনি বলেন, মার্কিন মুলুকে আন্ডার-গ্রাজুয়েট পর্যন্ত সবার জন্য একমুখী শিক্ষা। এরপর যে যার ইচ্ছা অনুযায়ী পড়তে পারে। এদেশে সে সুবিধা তো নেই-ই, কর্মের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা নেই।

ফরহাদ মজহার বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষদে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর কারিকুলাম এমন, যা দিয়ে মজুর হওয়া যাবে। লেখাপড়া শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাওয়া যাবে। মাথা থেকে যাতে চিন্তামূলক কিছু না বের হয় সে ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে। তিনি বলেন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা হচ্ছে বিদেশে দাস হিসেবে পাঠানোর জন্য।

সম্পাদক নূরুল কবির বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শেখা। আর এখন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আয় করা। তা কোনভাবে কাম্য নয়।

সাজ্জাদ জহির বলেন, বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রকৃতি ও ধরন পাল্টাচ্ছে। শিক্ষা পণ্য হওয়ার বিষয়টি এখন বোঝা দরকার।

অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান বলেন, ইংরেজি